তারিখ 22 MAR 2016 ……
পৃষ্ঠা …7… কলাম …2……

সংবাদ

গতকাল রাজধানীতে স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচনে ভোটারদের লাইন। পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী —সংবাদ

স্টুডেন্ট ক্যাবিনেটের ভোট

দেশজুড়ে খুদে শিক্ষার্থীরা নির্বাচনী উৎসবে মেতেছিল

সারাদেশে ১৮ হাজার হাইস্কুলে ক্যাবিনেট গঠন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রায় ১৮ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'দেশজুড়ে নির্বাচনী উৎসব', যে উৎসবে শামিল হতে গতকাল বিদ্যালয়ে এসেছিল লাখ লাখ খুদে শিক্ষার্থী। যাদের কোলাহলে মুখরিত ছিল প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন। শুরু হয় ভোট দেয়ার পালা। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরই সরাসরি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করল নিজেদের প্রতিনিধি। প্রায় ১৮ হাজার বিদ্যালয়ে গঠন হলো 'স্টুডেন্টস কেবিনেট'। কেউ হলো শিক্ষামন্ত্রী, কেউ প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী, কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেউ হলো পরিবেশমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনার, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে শিক্ষার্থীরাই। আবার শৃঙ্খলা রক্ষায় এদের কেউ র‍্যাব, আবার কেউ পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যের দায়িত্ব পালন করেছে।

কৈশোর থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা, অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের এ নির্বাচন হয়েছে। তবে যেসব এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন রয়েছে সেসব এলাকায় এ ভোট হবে আগামী ৩১ মার্চ।

রাজধানীর মিরপুর সিদ্ধান্ত হাই স্কুলের নির্বাচনে দশম শ্রেণী থেকে অংশ নেয়া প্রার্থী নূর হোসেন বলেন, 'আমি সবার কাছেই ভোট চেয়েছি। আশা করছি নির্বাচিত হবো। আমার অনেক বন্ধুরাও আমার পক্ষে কাজ করেছে। আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই। নির্বাচিত হলে যেই আটটি বিষয়ে আমরা দায়িত্ব পাব তা যথাযথভাবে পালন করব।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম রনি বলেন, 'নির্বাচনী সব দায়িত্বই পালন করছে শিক্ষার্থীরা। তারা যেখানে বুঝছে না সেগুলোই শুধু আমরা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারও আছে। আসলে গণতন্ত্রের চর্চা বোঝাতেই এই নির্বাচন।'

শুধু এই স্কুলই নয় প্রথম দফায় অনুষ্ঠিত হওয়া স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচনের প্রায় ১৮ হাজার মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার চিত্র প্রায় একই। শিক্ষার্থীদের কাছে দিনটি ছিল অন্যরকম আনন্দের। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও গতকাল নির্বাচনী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

নির্বাচনী : উৎসবে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সকালে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন দেখতে রাজধানীর মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

গতকাল সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে। এবার ৪৮৭টি উপজেলা ও আটটি মহানগরে ২২ হাজার ৯৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নির্বাচন হবে। এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬ হাজার ৪২৪টি, দাখিল মাদ্রাসা ছয় হাজার ৫৬৭টি।

এ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আটজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে এক বছরের জন্য স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট গঠিত হবে। নির্বাচনে কোন প্রতীক ব্যবহার করা হয় না। এ বছর এক লাখ ৮৩ হাজার ৯২৮টি পদের জন্য প্রায় পাঁচ লাখ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, বা করছে। মোট ভোটার ৯৭ লাখ ৪৪ হাজার ৪৯৫ জন।' ক্যাবিনেটের কর্মপরিধিতে থাকবে পরিবেশ সংরক্ষণ, পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পানিসম্পদ, বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি দিবস পালন ও অনুষ্ঠান সম্পাদন, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন এবং আইসিটি।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক শ্রেণি থেকে একজন করে পাঁচ শ্রেণি (ষষ্ঠ থেকে দশম) থেকে ৫ জন ও পরবর্তী সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত তিন শ্রেণির ৩ জন, অর্থাৎ মোট ৮ জন নিয়ে স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট গঠিত হয়।

২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০১৫ সালে প্রায় ৬২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত বছরের ৮ আগস্ট পরীক্ষামূলকভাবে দেশের প্রত্যেক উপজেলায়/মহানগরে মাধ্যমিক পর্যায়ের তিনটি প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট গঠন করা হয়।